দৈনিক খবর

তারিখ 06 FEB 1990
পৃষ্ঠা... 9

নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করাই লক্ষ্য

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্যে বিল উত্থাপন

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

দেশের আপামর জনসাধারণকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গতকাল জাতীয় সংসদে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) বিল ১৯৯০ সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম দিনের সম্পূরক কর্মসূচী হিসেবে গতকাল সকালের অধিবেশনে এ বিল উত্থাপন করেন।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণসম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়, সংবিধানের ১৭ (ক) ধারা অর্থাৎ নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত বালক-বালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের নির্দেশকে সামনে রেখে ২ হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করতে সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মূল বিলে বলা হয়েছে, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা দেশের যে কোন এলাকায় যে কোন তারিখ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

৫-এর পাতায় দেখুন

তারিখ 06 FEB 1990
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম ... ...

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করতে পারবে। যে এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে যে এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক শিশুর অভিভাবক তার শিশুকে যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় অবস্থিত তার বাসস্থানের নিকটস্থ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবনে। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে কোন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা সম্ভব না হওয়া, শিশুর আবাসস্থল থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকা, আবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রতিষ্ঠানে শিশুকে ভর্তি করাতে না পারা এবং মানসিক অক্ষমতার কারণে ভর্তি না করানো এ আইনোর অধীনে পড়বে না।

কমিটি

যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে সে এলাকায় ইউনিয়ন বা পৌরসভাসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক নামে একটি কমিটি গঠন করা হবে। উপজেলা চেয়ারম্যান মনোনীত একজন ওয়ার্ড মেম্বারকে চেয়ারম্যান করে দু'জন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ, দু'জন বিদ্যোৎসাহী মহিলা সমন্বয়ে এ কমিটি করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এ কমিটির সদস্য সচিব থাকবেন। পৌর এলাকায় পৌর করপোরেশনের মেয়র বা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড কমিশনার এ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। একইভাবে দু'জন মহিলা ও দু'জন পুরুষ বিদ্যোৎসাহী সদস্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়ত্রী সদস্য সচিব হবেন।

কমিটির দায়িত্ব

কমিটি এর আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এবং রীতিমতো হাজির হওয়া নিশ্চিত করবে। এতদুদ্দেশ্যে কমিটির বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এলাকায় বসবাসরত সকল শিশুর তালিকা প্রস্তুত করবে। যাতে ভর্তি হবার যোগ্য শিশুদের এবং অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য শিশুদের স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হবে। এ তালিকা প্রতি মাসের ডিসেম্বর মাসে সংশোধিত হবে। প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ব মাসে অন্ততঃ সাতদিন অনুপস্থিত ছিল এমন শিশুদের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট কমিটি ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবে। কমিটি অনুপস্থিত শিশুদের অভিভাবকদের বক্তব্য শ্রবণ করে প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিখিতভাবে নির্দেশ দেবে।

সাজা

যদি কোন কমিটি এ আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে এর প্রতি সদস্যকে অনধিক দু'শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। যদি কোন অভিভাবক তাদের প্রতি প্রদত্ত কমিটির নির্দেশ পালনে পর পর তিনবার ব্যর্থ হন তাহলে তিনি অনধিক দু'শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কমিটির চেয়ারম্যানের লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এ আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন না।

এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

শিক্ষক—কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম গতকাল জাতীয় সংসদে বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনকল্পে একটি বিল উত্থাপন করেন।

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীগণের চাকরি থেকে অবসগ্রহণের পর তাদের অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদান, অক্ষম হলে আর্থিক সাহায্যদান ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে পরিবারকে সাহায্যদান, গুরুতর ও দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে আর্থিক সাহায্যদানসহ অন্যান্য কল্যাণ সাধনকল্পে আনীত এ বিলটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিল ১৯৯০ নামে অভিহিত হবে।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ এবং অতিরিক্ত ১০ ভাগ মহর্ঘ ভাতা বহন করছে। সরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা রয়েছে। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এ ধরনের সুবিধা নেই। তাদের এ সুবিধা দিলে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

শিক্ষা সচিব ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ভাইস চেয়ারম্যান হবেন। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের একজন পরিচালক, শিক্ষা বিভাগ মনোনীত একজন কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগের একজন কর্মকর্তা, সরকার কর্তৃক মনোনীত ৬ জন শিক্ষক, দু'জন কর্মচারী বোর্ডের সদস্য হবেন। শিক্ষক সদস্যদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য সচিব হবেন। মনোনীত সদস্যরা তিন বছর স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে সরকার কোন কারণ না দর্শিয়েই অপসারণ করতে পারবে।

সরকার কর্তৃক পদত্ত অনুদান, শিক্ষক-কর্মচারীদের চাঁদা, ছাত্র-ছাত্রীদের চাঁদা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুদান, অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা নিয়ে ট্রাস্টের তহবিল গঠিত হবে।